সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩১৮
WEEKLY BOOKLET:318

# দরুদে পাকের ফযীলত

- আপেল হতে বড় আনার হতে ছোট ফল
- আহলে সুন্নাতের আলামত
- বিকৃত আকৃতি থেকে পরিত্রাণ
- এক বণিকের ঘটনা

উপস্থাপনায়:
মজলিস-তাহকীকাতুল ইসলামিয়া চট্টগ্রাম
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# দরুদে পাকের ফযীলত

**দোয়ায়ে আত্তার:** ইয়া রব্বে কারিম! যে ব্যক্তি ১৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই পুস্তিকা, "দরুদে পাকের ফযীলত" পড়বে কিংবা শুনবে তাকে অধিক হারে দরুদ ও সালাম পাঠ করার তৌফিক দান করুন এবং তাকে তার মা-বাবা সহ বিনা হিসাবে মাগফিরাত দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## দরুদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "যে (ব্যক্তি আমার উপর এক বার দরুদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ্ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন। **(মুসলিম, ১৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯১২)**

হযরত শায়খ আবু আব্দুল্লাহ রিসা' رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন, রহমত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরষ্কার। (উক্ত বর্ণনা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে) আল্লাহ পাক তার বান্দাকে দুনিয়া ও আখিরাতে অনবরত পুরস্কৃত করে ধন্য করেন। ক্বাযী আবু আব্দুল্লাহ সাকাকী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন, আল্লাহ পাকের একটি রহমত, দুনিয়া এবং তার মধ্যস্থিত সব কিছুর চেয়ে উত্তম। তাহলে তুমি তার বিষয়ে কি বলবে যাকে আল্লাহ পাক দশটি রহমত দান করেছেন। আল্লাহ



www.dawateislami.net

পাক দশটি রহমত দ্বারা সেই বান্দা হতে কত বিপদ আপদ দূর করবেন এবং তা দ্বারা কতগুলো বরকত অর্জিত হবে। শায়খ আবু আতা উল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আল্লাহ পাক যার প্রতি একটি রহমত প্রেরণ করবেন সেটি তার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে। তাহলে যার প্রতি ১০ টি রহমত প্রেরণ করবেন তার অবস্থা কেমন হবে?

(মুতালিউল মুসাররাত, পৃষ্ঠা : ৩০)

**রহমত দা দারিয়া ইলাহী হারদাম ওয়াগদা তেরা,**
**জে এক কাতরা বাখশ মেনু কাম বান জাওয়ে মেরা।**

## দরুদ শরীফের ফযীলত

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের দিন সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হচ্ছে জুমার দিন, এই দিনেই আদম عَلَيْهِ السَّلَام জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এই দিনেই তার রুহ কবজ করা হয়েছে, এই দিনেই শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং এই দিনেই সবকিছু। সুতরাং এই দিনে আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো। কেননা তোমাদের দরুদ শরীফ আমার কাছে উপস্থাপন করা হয়। তখন সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার ওফাতের পর আপনার নিকট কীভাবে দরুদ শরীফ উপস্থাপন করা হবে? তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "আল্লাহ পাক জমিনের জন্য আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর শরীরকে ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন।" (আবু দাউদ, ৩৯১/১, হাদীস -১০৪৭)



www.dawateislami.net

তু যিন্দা হে ওয়াল্লাহ তু যিন্দা হে ওয়াল্লাহ,
মেরে চশমে আলম সে ছুপ জানে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## পুলসিরাতে নূর

প্রিয় নবী, রাসূলে আরাবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন,"আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ, পুলসিরাতের উপর নূর হবে। যে (ব্যক্তি) জুমার দিন আমার উপর আশি বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার ৮০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। (জামি' সাগীর, পৃষ্ঠা - ৩২০, হাদীস -৫১৯১)

## জুমার দিনে এক হাজার বার দরুদ শরীফ পাঠের ফযীলত

রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন," যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার প্রতি এক হাজার বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, সে যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতের মধ্যে আপন স্থান দেখে না নেবে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩২৮/২, হাদীস - ২২)

## দরুদ শরীফের ফযীলত

হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কাবা শরীফ তাওয়াফ করার সময় এমন এক যুবককে দেখতে পেলেন যে প্রতি কদমে দরুদ শরীফ পাঠ করছে। সুফিয়ান সাওরী বলেন, "আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে যুবক! তুমি তাসবীহ তাহলীল (سُبْحَانَ الله এবং لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ) ব্যতিরেকে শুধুমাত্র দরুদ শরীফ পাঠ করছো; এর কোন বিশেষ কারণ আছে কি? যুবকটি আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কে?" আমি উত্তর দিলাম, সুফিয়ান সাওরী! তখন যুবকটি বলল, যদি আপনি আল্লাহ পাকের নেক



www.dawateislami.net

বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত না হতেন তবে আমি কখনোই আপনাকে এর রহস্য উদঘাটন করতোম না। ঘটনা হলো, আমি আমার বাবার সাথে হজের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলোম। পথিমধ্যে একটি জায়গায় আমার বাবা অনেক অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমি অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমার বাবাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারিনি। মৃত্যুর পর তার চেহারা কালো হয়ে গেলো। আমি اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ পাঠ করে তার চেহারা ঢেকে দিলাম। এই বিষাদে আমার চোখ নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেলো এবং আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে আমি এমন এক সত্তাকে দেখতে পেলোম যিনি সৌন্দর্যে অতুলনীয় ছিলেন। তাঁর পোশাক ছিলো খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তাঁর পবিত্র দেহ মোবারক হতে সুগন্ধের সুভাস চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিলো। তিনি গাম্ভীর্যের সাথে হেঁটে এসে আমার বাবার মুখ থেকে কাপড়টি সরিয়ে হাত দিয়ে মুখের দিকে ইঙ্গিত করলেন। ফলে আমার বাবার মুখ সাদা হয়ে গেলো। যখন তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন তখন আমি তার আঁচল ধরে আবেদন করলাম, আল্লাহ পাক আপনার মাধ্যমে এই বিদেশে আমার বাবার সম্মান রক্ষা করলেন, আপনি কে? তখন তিঁনি বললেন, "তুমি আমাকে চেনো না? আমি সাহিবে কুরআন, আল্লাহর নবী, মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। তোমার বাবা যদিও অনেক গুনাহগার ছিলো কিন্তু আমার প্রতি অধিক হারে দরুদ শরীফ প্রেরণ করতো। যখন সে বিপদে পড়লো তখন আমার কাছে সাহায্য চাইলো। যারা আমার প্রতি অধিক হারে দরুদ শরীফ প্রেরণ করে আমি তাদের ফরিয়াদ শ্রবণ করি।" যুবকটি বলল, অতঃপর হঠাৎ আমার নিদ্রা ভেঙে গেলো, আমি দেখলাম আমার বাবার চেহারা সাদা হয়ে গিয়েছে।

**(তাফসীরে রুহুল বায়ান, পারা-২২ সূরা আহযাব, আয়াত - ৫৬, ২২৫/৭)**



www.dawateislami.net

# দরুদ শরীফের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা

হযরত হালিমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "প্রিয় নবী, হুযূর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপর দরুদ শরীফ পাঠের একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করে তার নৈকট্য লাভ করা এবং আরেকটি উদ্দেশ্য হলো আমাদের উপর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র যে হক রয়েছে তা আদায় করা।"

হযরত ইবনে আব্দুস সালাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও তার অনুসরণ করতে গিয়ে বলেন, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র প্রতি আমাদের দরুদ প্রেরণ করা মূলত তাঁর জন্য কোন ধরনের সুপারিশ করা নয় কারণ আমাদের মত নগণ্য মানুষ তার মত অনন্য সত্তার জন্য কীভাবে সুপারিশ করবো? সেক্ষেত্রে আল্লাহ পাক আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন যে, আমরা যেন আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শনকারী প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র সকল অনুগ্রহের প্রতিদান দেই এবং যদি তা করতে না পারি তবে অন্তত তাঁর জন্য দোয়া করি। যেহেতু আমরা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র অনুগ্রহের প্রতিদান দিতে অক্ষম। তাই আল্লাহ পাক আমাদের অবস্থা বিবেচনা করে আমাদেরকে তার প্রতি দরুদ শরীফ প্রেরণ করার শিক্ষা দিয়েছেন।"

হযরত শায়খ আবু মুহাম্মদ মারজানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতেও এমন বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ক্বাযী আবু বকর বিন আরবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ৫৪৩ হিজরী) বলেন, নবীয়ে রহমত, শাফী'য়ে উম্মত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করার উপকারীতা পাঠকারী নিজেই অর্জন করেন। কেননা দরুদ শরীফ পাঠ করা সঠিক আক্বিদা, সত্য নিয়ত, ভালোবাসার



www.dawateislami.net

বহিঃপ্রকাশ, সর্বদা অনুগত্য এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র ওয়াসীলাকে সর্বোত্তম হিসেবে মানার জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করে।

(মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ৫০৪-৫০৬/২)

হযরত আবুল মাওয়াহিব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আমি স্বপ্নে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিদার লাভে ধন্য হলোাম। প্রিয় নবী, রাসূলে আরাবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে বললেন, "কেয়ামতের দিন তুমি এক লাখ মানুষের জন্য সুপারিশ করবে।" আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি কীভাবে এই যোগ্যতা অর্জন করলাম? তখন রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "কারণ তুমি আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করে তার সাওয়াব আমাকে প্রেরণ করো।"

(আত তবকাতু লিশ শিরানী, ১০১/২)

হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, যে ব্যক্তি হাউযে কাউসারের পানিপূর্ণ পাত্র হতে পান করার ইচ্ছা পোষণ করে সে যেন এই দরুদ শরীফ পাঠ করে:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَ اَوْلَادِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيّٰتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَاَصْهَارِهٖ وَاَنْصَارِهٖ وَاَشْيَاعِهٖ وَمُحِبِّيْهِ وَاُمَّتِهٖ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ اَجْمَعِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

(শিফা, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা:৭২)

## আপেল হতে বড় আনার হতে ছোট ফল

আমীরুল মু'মিনীন, হযরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুর্তুযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; "আল্লাহ পাক জান্নাতে একটি বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন, যার ফল আপেলের চেয়ে বড়, আনারের চেয়ে ছোট, মাখনের চেয়ে নরম, মধুর চেয়েও মিষ্টি এবং মেশকের চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়। উক্ত বৃক্ষের



www.dawateislami.net

শাখাসমূহ মনি মুক্তার, কান্ড স্বর্ণের এবং পাতা মূল্যবান পাথরের। সেই বৃক্ষের ফল একমাত্র সেই খেতে পারবে যে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অধিক পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ করবে।

**(আল হাভী লিল ফাতাওয়া লিস সুয়ূতী, ২/৪৮)**

## জান্নাত প্রশস্ত হয়ে যায়

হযরত আব্দুল আযীয দাব্বাগ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ শরীফ পাঠের একটি বরকত হচ্ছে যে, জান্নাতের চারদিকে অবস্থানরত ফেরেশতারা যখন নবী কারীম, রউফুর ওয়াহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ পাক পাঠ করে, তখন জান্নাত প্রশস্ত হয়ে যায়। **(আল ইবরীয ২/৩৩৮)**

## প্রতিটি বিপদে সাহায্য

হযরত আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আমি আমার মরহুম প্রতিবেশীকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? সে বলল, আমি বিশাল ধ্বংসের সম্মুখীন ছিলোম। মুনকার নাকীরের প্রশ্নের উত্তর দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। আমি ভাবলাম, হয়তো আমি ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করিনি। তখনই অদৃশ্য হতে আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হলো, "পৃথিবীতে জিহ্বার অহেতুক ব্যবহারের কারণে তোমাকে এই শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে।" অতঃপর শাস্তির ফেরেশতারা আমার দিকে অগ্রসর হতে লাগলো, ঠিক তখনই একজন অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী ও সুগন্ধিময় সত্তা আমার এবং শাস্তির মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। এবং আমাকে



www.dawateislami.net

মুনকার নাকীরের প্রশ্নের উত্তর স্মরণ করিয়ে দিলেন। এবং আমিও তদ্রুপ উত্তর প্রদান করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আযাব আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেলো। আমি সেই বুজুর্গের নিকট আরজ করলাম, আল্লাহ পাক আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুক, আপনি কে? তিনি বললেন, "তোমার অধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠের কারণে আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আমাকে তোমার প্রতিটি বিপদ-আপদে সাহায্য করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।"

(আল কুওলুল বাদী, পৃষ্ঠা -২৬০)

**আপ কে নামে নামী এয় সল্লে আলা,**
**হার জাগা হার মুসিবত মেঁ কাম আগায়া।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

## কবরে আক্বা কেন আসতে পারবেন না?

سُبْحٰنَ اللّٰه! অধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠের বরকতে সাহায্যের জন্য কবরে যদি ফেরেশতা আসতে পারে, তবে ফেরেশতাদের আক্বা, মাক্কী মাদানী মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেন দয়া করতে পারবেন না। কোন এক কবি কতইনা চমৎকার বলেছেন,

**মেঁ গোর আন্ধেরী মে ঘাবরাউঙগা জাব তানহা,**
**ইমদাদ মেরী কারণে আ জানা মেরে আক্বা।**
**রওশন মেরী তুরবাত কো লিল্লাহ শাহা করনা,**
**জব নাযআ কা ওয়াক্ত আয়ে দীদার আতা করনা।**

## দরুদ ও সালামের প্রেমিকের মর্যাদা

হযরত শায়খ আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ একবার বাগদাদ শরীফের বিজ্ঞ আলিম হযরত আবু বকর বিন মুজাহিদ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ 'র কাছে



www.dawateislami.net

গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে তার সাথে আলিঙ্গন করলেন এবং কপালে চুমু দিয়ে অতি ভক্তির সহিত নিজের পাশে বসালেন। এক ব্যক্তি আরয করলো, হুযূর, আপনি সহ বাগদাদের অধিবাসীরা এতদিন যাবত এই ব্যক্তিকে পাগল বলে আখ্যায়িত করতেন কিন্তু আজ এত সম্মানের কারণ কি? তিনি উত্তর দিলেন, আমি কোন কারণ ছাড়া এমনটি করিনি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! আমি আজ রাতে স্বপ্নে একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা দেখলাম যে, হযরত আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নবীর দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাঁড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করলেন এবং কপালে চুমু দিয়ে নিজের পাশে বসালেন। তখন আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! শিবলীর প্রতি এত দয়া প্রদর্শনের রহস্য কি? আল্লাহ পাকের মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে বললেন, সে প্রতি নামাযের পর এই আয়াত পাঠ করে: لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

(সূরা তওবা আয়াত - ১২৮, পারা-১১)

এবং তারপর আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করে।

(আল কুওলুল বদী' পৃষ্ঠা - ৩৪৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## দরুদ শরীফ লেখকের মাগফিরাত হয়ে গেলো

হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আমার এক দ্বীনী ভাই ছিলো। সে মৃত্যুবরণ করার পর তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমি



www.dawateislami.net

জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমলের বদৌলতে? তিনি বললেন, আমি হাদীসে পাক লিখতাম এবং যখনই শাহে খাইরুল আনাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র মুবারক আলোচনা আসতো আমি সাওয়াবের উদ্দেশ্যে صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লিখতাম। এই আমলের বদৌলতে আমার মাগফিরাত হয়ে গেলো।

(আল কুওলুল বাদী, পৃষ্ঠা - ৪৬৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মালিকে জান্নাত, সাকিয়ে কাউসার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "لَيَرِدَنَّ الْحَوْضَ عَلَيَّ اَقْوَامٌ مَّا اَعْرِفُهُمْ اِلَّا بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَيَّ অর্থাৎ হাউযে কাউসারের নিকট আমার কাছে এমন কিছু লোক আসবে যাদেরকে আমি শুধুমাত্র তাদের অধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠের কারণে চিনে নেবো।"

(আল কুওলুল বদী' পৃষ্ঠা - ২৬৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## আহলে সুন্নাতের আলামত

হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন আলী বিন হুসাইন বিন আলী رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ বলেন, عَلَامَةُ اَهْلِ السُّنَّةِ كَثْرَةُ الصَّلَاةِ عَلٰى رَسُوْلِ الله অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র প্রতি অধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠ আহলে সুন্নাতের আলামত। (আল কুওলুল বাদী পৃষ্ঠা - ১৩১)

## ব্যথা এবং ফোলা ভালো হলো:

হযরত আব্দুর রহমান বিন আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আমি গোসলখানায় গিয়ে পড়ে গেলোম। ব্যথার কারণে আমার হাত ফুলে গেলো। রাতে এ কষ্ট নিয়েই (দরুদ শরীফ পাঠ করতে করতে) ঘুমিয়ে



www.dawateislami.net

পড়লাম। স্বপ্নে প্রিয় صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিদার লাভে ধন্য হলোম। আমি আকুতি করে বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তখন তিনি আমাকে বললেন, "হে আমার বৎস! (এত কষ্টের মাঝেও) তোমার দরুদ (পাঠ করা) আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।" সকালবেলা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বরকতে ব্যথা এবং ফোলার কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট রইল না। (আল কুওলুল বদী পৃষ্ঠা - ৩২৮)

## হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর ওয়াহী এলো

আল্লাহ পাক হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام'র উপর ওয়াহী অবতীর্ণ করলেন, হে মূসা عَلَيْهِ السَّلَام! তুমি কি চাও যেভাবে তোমার কথা তোমার মুখ হতে, তোমার চিন্তাভাবনা তোমার অন্তর হতে, তোমার রুহ তোমার দেহ হতে এবং তোমার দৃষ্টির আলো তোমার চোখের নিকটবর্তী, তার চেয়েও অধিক আমি তোমার নিকটবর্তী হই? তিনি বললেন, জ্বি হ্যাঁ! তখন আল্লাহ পাক বললেন, তাহলে মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিক হারে দরুদ শরীফ প্রেরণ করো। (হিলোয়াতুল আউলিয়া, ৬/৩৩)

নূহ ও খলিল ও মূসা ও ঈসা, সাব কা হে আক্বা নামে মুহাম্মদ।
পায়ে মুরাদে দোনো জাহাঁ মেঁ, জিস নে পুকারা নামে মুহাম্মদ।
দোনো জাহাঁ মেঁ দুনিয়া ও দিন মেঁ, হে ইক ওয়াসিলা নামে মুহাম্মদ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার কিতাব "শরহুস সুদূর" -এউদ্ধৃত করেন, হুযূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য জীবনে মৃত্যু পথযাত্রীদের পাশে বলা হতো- হে আল্লাহ পাক! অমুকের পুত্র



www.dawateislami.net

অমুককে মাগফিরাত দান করুন। তার কবরকে শীতল এবং প্রশস্ত করে দিন। মৃত্যুর পর তাকে শান্তি নসিব করুন। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র নৈকট্য দান করুন। তাকে বন্ধু হিসেবে রাখুন এবং তার রুহকে নেককারদের রুহের দিকে প্রত্যাবর্তন করুন। আমাদেরকে তার সাথে এমন ঘরে একত্রিত করুন যেখানে স্বাস্থ্য অবশিষ্ট থাকে। কষ্ট এবং ক্লান্তি দূর হয়। এছাড়াও তার রুহ কবজ হওয়া পর্যন্ত নববী দরবারে দরুদ শরীফ পাঠ করা হতো। (শরহুস সুদূর, পৃষ্ঠা - ৩৭)

## কিতাবে দরুদ শরীফ লেখার বরকত

হযরত আবদুল্লাহ বিন সালেহ সুফি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতে বর্ণিত, এক মুহাদ্দিসকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন আমলের বদৌলতে? তিনি বললেন, আমি আমার কিতাবসমূহে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপর দরুদ শরীফ লিখার কারণে। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৫৪/১১৩ সংখ্যা:৬৬৪৬)

## দরুদ শরীফের বরকত

হযরত হাফস বিন আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, হযরত আবু যুরআ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ'র ইন্তেকালের পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম যে তিনি আসমানের ফেরেশতাদের সাথে নামায আদায় করছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কীভাবে এত উচ্চমর্যাদার অধিকারী হলেন? তিনি বললেন, আমি আমার এই হাত দিয়ে এক লাখ হাদিসে পাক লিখেছি এবং প্রত্যেকটি হাদিসে পাক লেখার সময় আমি দরুদ শরীফ পাঠ



www.dawateislami.net

করেছি। আর হুযূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন, مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا অর্থাৎ যে (ব্যক্তি) আমার উপর এক বার দরুদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ্ পাক তাঁর উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন। (তারিখে বাগদাদ, ১০/৩৩৪, সংখ্যা: ৫৪৬৯)

## মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখার আমল (টীকা)

এক মহিলোা হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: "আমার যুবতী মেয়ে মারা গেছে। আমি তাকে স্বপ্নে দেখতে চাই, তাই এমন কোন আমল বলে দিন যা করলে আমার উদ্দেশ্য পূরণ হবে। হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে একটি আমল শিখিয়ে দিলেন। মহিলোা সেই দোয়াটি পড়লো অতঃপর স্বপ্নে সে তার মরহুমা কন্যাটিকে তো দেখতে পেলো, তবে এমন অবস্থায় দেখলো যে, তার শরীরে আলকাতরার পোশাক, হাতে শিকল আর পায়ে লোহার বেড়ি! মহিলোাটি পরের দিন হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নের কথা বললো।তা শুনে তিনি বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। কিছুদিন পর হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই মেয়েকে স্বপ্নযোগে জান্নাতে দেখলেন। মেয়েটি তাঁকে বলতে লাগলো: আপনি কি আমাকে চেনেন? আমি সেই মহিলোার কন্যা, যিনি আপনার কাছে এসে আমার অবস্থার কথা বলেছিলেন। হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞেস করলেন: তোমার অবস্থার পরিবর্তন কীভাবে হলো? মেয়েটি বললো: "কবরস্থানের পাশ দিয়ে একজন নেককার লোক যাচ্ছিলেন। তিনি নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরুদ শরীফ প্রেরণ করলেন, তার সেই দরুদ শরীফ পাঠের বরকতে আল্লাহ পাক আমাদের পাচঁ শত কবরবাসী হতে আযাব তুলে দিয়েছেন। (মুকাশাফাতুল কুলূব, পৃষ্ঠা -২৪)



www.dawateislami.net

বিঃদ্রঃ মুফতি তাকাদ্দুস আলী খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ব্যাখ্যামতে, চিন্তার বিষয় হচ্ছে যে, একজন ব্যক্তির প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র প্রতি দরুদ শরীফ প্রেরণ করার কারণে এত মানুষের মাগফিরাত হলো। তাহলে যে ব্যক্তি ৫০ বছর যাবত হুযূর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র প্রতি দরুদ শরীফ প্রেরণ করে আসছে কিয়ামতের দিন সে কি ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে না?।

(মুকাশাফাতুল কুলূব, পৃষ্ঠা -২৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## দেহ ও আত্মার নিরাপত্তা

কোন এক জ্ঞানী বলেন, শরীরের নিরাপত্তা স্বল্প আহারের মাঝে, রুহের নিরাপত্তা স্বল্প গুনাহের মাঝে এবং ঈমানের নিরাপত্তা হুযূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণের মাঝে বিদ্যমান।

(মুকাশাফাতুল কুলূব, পৃষ্ঠা -৯)

## বিকৃত আকৃতি থেকে পরিত্রাণ

কথিত আছে, এক ব্যক্তি জঙ্গলে এক বিকৃত আকৃতির লোক দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? সে জবাব দিল, আমি তোমার মন্দ আমল। সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, তোমার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় কি? সে জবাব দিল, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করা।

(মুকাশাফাতুল কুলূব, পৃষ্ঠা -৩০)

## দরুদ পাঠ না করা ব্যক্তির প্রতি হুযূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র অসন্তুষ্টি

এক ব্যক্তি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র প্রতি দরুদ শরীফ প্রেরণ করতো না। একবার স্বপ্নযোগে সে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র দিদার



www.dawateislami.net

লাভ করলো। স্বপ্নে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন। সে ব্যক্তি আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনি কি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন? হুযূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জবাব দিলেন, না! আমি তো তোমাকে চিনিই না। সে ব্যক্তি আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কীভাবে সম্ভব যে, আপনি আমাকে চেনেন না অথচ উলামায়ে কেরাম বলেন যে, আপনি আপনার উম্মতদের তাদের মায়ের চেয়েও উত্তমরূপে চেনেন। রাসূলে কারীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন, উলামারা সঠিক বলেন কিন্তু তুমি তো আমার প্রতি দরুদ প্রেরণ করে তোমার পরিচয় দাও নি। আমার যে উম্মত আমার প্রতি যত বেশি দরুদ শরীফ প্রেরণ করে আমি তাকে ততই উত্তমরূপে চিনি। সে ব্যক্তির অন্তরে এই কথাটি গেঁথে গেলো এবং সে তার পর থেকে প্রতিদিন ১০০ বার দরুদ শরীফ পাঠ করা শুরু করে দিল। কিছুদিন পর আবার সেই ব্যক্তি হুযূরে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দিদার লাভে ধন্য হলো। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে বললেন, এখন আমি তোমাকে চিনি এবং আমি তোমার জন্য সুপারিশ করবো।

**(মুকাশাফাতুল কুলূব, পৃষ্ঠা -৩০)**

## হিংস্র পশু হতে কীভাবে মুক্তি পেলো?

হযরত আবুল হাসান আলী শাজলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি জঙ্গলে ছিলেন এমন সময় হঠাৎ একটি হিংস্র জন্তু তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। তিনি তাঁর জীবন নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি আতঙ্কিত হয়ে মহানবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র প্রতি দরুদ শরীফ প্রেরণ করতে লাগলেন, যার বদৌলতে তিনি সেই জানোয়ার থেকে মুক্তি পেলেন এবং তাঁর জীবন রক্ষা হলো। **(সা'আদাতুদ দারাইন, পৃষ্ঠা -১৫২)**



www.dawateislami.net

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর ভাই হযরত উসমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন,তখন তিনি খুব হাস্যোজ্জ্বল ছিলেন। (খুশির কারণ জানতে চাইলে) তিনি বলেন, গত রাতে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-কে স্বপ্নে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি আমাকে একটি পাত্র দিয়েছিলেন, তাতে পানি ছিলো, আমি তা পরিতৃপ্ত হয়ে পান করেছি, যার শীতলতা আমি এখনও অনুভব করছি। হযরত আবদুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞেস করলেন: আপনি এই মর্যাদা কীভাবে পেলেন? তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর উপর দরুদ পাঠ করার কারণে। (সা'আদাতুদ দারাইন পৃষ্ঠা -১৪৯)

## দরুদ ও সালাম পাঠের বরকত

আবু আরুবা আল-হারাসি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র অভ্যাস ছিলো। কেউ তাঁর সামনে হাদীস পাঠ করলে তিনি দরুদ ও সালাম পাঠ না করে ক্ষান্ত হতেন না এবং তা খুবই সুস্পষ্ট ভাবে পড়তেন। তিনি বলতেন, হাদীস শরীফ পাঠের অন্যতম একটি বরকত হলো, দুনিয়াতে দরুদ ও সালাম পাঠের সৌভাগ্য অর্জন করা যায় এবং পরকালে اِنْ شَآءَ الله জান্নাতের নিয়ামত লাভ হবে। (সা'আদাতুদ দারাইন, পৃষ্ঠা -১৯৮)

## দরুদ শরীফের ফযীলত (ঘটনা)

হযরত শেখ হুসাইন বিন আহমাদ কাওয়াজ বিসাতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলোম যে (হে আল্লাহ পাক!) আমি আবু সালেহ মুআযযিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখতে চাই। (আমার দোয়া কবুল হলো এবং) আমি স্বপ্নে তাকে ভালো অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস



www.dawateislami.net

করলাম: হে আবু সালেহ! আপনি কেমন আছেন? তিনি বললেন: হে আবুল হাসান! আমি যদি হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ না করতাম তাহলে ধ্বংস হয়ে যেতাম। (সা'আদাতুদ দারাইন, পৃষ্ঠা -১৩৬)

**যাতে ওয়ালা পে বার বার দরুদ, বার বার অউর বে শুমার দরুদ।**
**বেইঠতে উঠতে জাগতে সোতে, হো ইলাহী মেরা শিয়ার দরুদ।**

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## প্রতিটি ব্যথার প্রতিকার

একবার খলিফা হারুনুর রশিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনেক চিকিৎসা করার পরেও তিনি সুস্থ হচ্ছিলেন না। এভাবেই চলে গেলো ছয়টি মাস। একদিন তিনি জানতে পারলেন, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর প্রাসাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছেন। তখন খলিফা তাকে তাঁর কাছে আসার জন্য অনুরোধ জানান। শায়খ শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খলিফার কাছে গিয়ে তার অবস্থা দেখে বললেন, চিন্তা করো না আল্লাহ পাকের রহমতে আজই তুমি সুস্থ হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি দরুদ শরীফ পাঠ করে খলিফার শরীরে হাত বুলিয়ে দিলেন ফলে তৎক্ষণাৎ খলিফা হারুনুর রশিদ সুস্থ হয়ে উঠেন।

**হার দারদ কি দাওয়া হে সল্লে আলা মুহাম্মদ,**
**তাবিজ হার বালা হে সল্লে আলা মুহাম্মদ,**



www.dawateislami.net

# এক বণিকের ঘটনা

একজন বণিক খুবই সচ্ছল ছিলো। ব্যবসা ভালই চলছিলো তার। টাকা পয়সার কোন অভাব ছিলো না। তারপর সময় বাঁক নেয়। সেই বণিকের আর্থিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। ব্যবসার লোকসান হতে থাকে এবং এমন এক পর্যায়ে তার ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং সেই লোকটি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে যায়। সে এক বন্ধুর কাছ থেকে তিন হাজার (৩০০০) দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ঋণ নিয়েছিলো যা ফেরত দেওয়ার তারিখ নির্ধারিত ছিলো। পাওনাদার নির্ধারিত তারিখে ঋণ ফেরতের দাবি করে, দরিদ্র লোকটি ক্ষমা চেয়ে বলে যে আমি অসহায়, আমার কাছে কিছুই নেই। পাওনাদার বিচারকের কাছে গিয়ে মামলা দায়ের করেন, বিচারক ঋণগ্রস্ত ব্যবসায়ীকে ডাকেন। আনুষ্ঠানিক শুনানি শেষে মামলায় তিনি ঋণগ্রস্ত ব্যবসায়ীকে এক মাসের সময় দেন এবং এই সময়ের মধ্যে তাকে ঋণ ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেন। সেই ঋণগ্রস্ত ব্যবসায়ী খুব চিন্তিত হয়ে ভাবতে লাগলেন কি করবেন? সম্ভবত তিনি কোথাও পড়েছিলেন অথবা কোন আলিমের কাছ থেকে শুনেছিলেন যে, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: "যদি কোন বান্দা কোন পেরেশানিতে পড়ে বা বিপদগ্রস্ত হয়, তবে সে যেন আমার উপর অধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠ করে। কারণ দরুদ শরীফ বিপদ-আপদ দূর করে এবং রিযিক বৃদ্ধি করে।" তিনি বিনয়ের সাথে মসজিদের এক কোণে বসে দরুদ শরীফ পাঠ করতে লাগলেন। এভাবে যখন সাতাশ (২৭) দিন অতিবাহিত হলো, রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন; কেউ একজন বলছে, হে বান্দা! চিন্তা করো না, আল্লাহ উত্তম ব্যবস্থাপক এবং তোমার ঋণ পরিশোধ করা হবে। তুমি



www.dawateislami.net

রাজ্যের উজির আলী বিন ঈসার কাছে যাও এবং তাকে বলো আমাকে ঋণ পরিশোধের জন্য তিন হাজার (৩০০) দিনার দিন। ঋণগ্রস্ত বণিক বলেন, আমি যখন ঘুম থেকে উঠি তখন আমি খুব আনন্দিত ছিলোম এই ভেবে যে, পেরেশানি শেষ হয়েছে, কিন্তু তারপরে আমি ভাবলাম যে, উজির যদি কোন প্রমাণ চান? আমার কাছে তো কোন প্রমাণ নেই। এসব ভাবতে ভাবতে আরেক রাত এলো। যখন আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, আমার ভাগ্য জেগে উঠলো। আমি আক্বায়ে দোজাহান, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দিদার লাভে ধন্য হলোম। হুযূর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও আলী ইবনে ঈসা অর্থাৎ উজিরের কাছে যেতে বললেন, চোখ খুলে গেলে আনন্দের সীমা রইলো না। তৃতীয় রাতে উম্মতের সাহায্যকারী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার স্বপ্নে আসেন এবং আদেশ দেন যে, উজির আলী বিন ঈসার কাছে যাও এবং তাকে এই আদেশটি জানাও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে এমন একটি নিদর্শন বা প্রমাণ বলুন যা আমি সেই উজিরকে জানাবো। একথা শুনে প্রিয় নবী, রাসূলে আরাবী, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন, উজির যদি তোমার কাছে প্রমাণ চায় তবে বলবে, ফযরের নামাযের পর, কারো সাথে কথা বলার আগে, আপনি আল্লাহর রাসুল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর পাঁচ হাজার (৫০০০) বার দরুদ শরীফ পাঠ করেন, যা পরম করুণাময় আল্লাহ পাক এবং কিরামান-কাতেবিন ছাড়া কেউ জানে না। তা বলে তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চলে গেলেন। আমি জেগে উঠলাম, ফযরের নামাযের পর মসজিদ থেকে বের হলোম, ভাবার পর মনে পড়লো যে, অবকাশের আজ পুরো এক মাস অতিবাহিত হয়েছে। আমি উজির সাহেবের বাসভবনে পৌঁছে উজির সাহেবকে পুরো ঘটনা খুলে বললাম। যখন উজির সাহেব প্রমাণ চাইলেন



www.dawateislami.net

এবং আমি নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর বাণী তাকে শোনালাম, তখন উজির সাহেব আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠলেন। অতঃপর তিনি ঘরে ঢুকে নয় হাজার (৯০০০) দিনার এনে তার মধ্যে তিন হাজার (৩০০০) হাজার গুনে আমার লেতে রাখলেন এবং বলল: এই তিন হাজার (৩০০০) ঋণ পরিশোধের জন্য। তারপর তিনি আরও তিন হাজার (৩০০০) দিলেন এবং বললেন: এগুলো তোমার বাচ্চাদের খরচের জন্য। অতঃপর তিনি আরও তিন হাজার (৩০০০) দিলেন এবং বললেন: এগুলো তোমার ব্যবসার জন্য। আমাকে বিদায় জানানোর সময় তিনি শপথ করে বললেন, হে ভাই! তুমি আমার দ্বীনী ও ঈমানী ভাই, আল্লাহ পাকের ওয়াস্তে! এই মধুর সম্পর্ক নষ্ট করোনা এবং যখনই কিছু প্রয়োজন হবে দ্বিধাবোধ না করে চলে আসবে, আমি মন প্রাণ দিয়ে তোমার সমস্যার সমাধান করবো।

সেই ব্যক্তির বক্তব্য হলো যে, আমি সেই টাকা নিয়ে সরাসরি কাজী সাহেবের আদালতে পৌছালাম এবং উভয় পক্ষকে ডাকা হলে আমি সামনে অগ্রসর হয়ে তিন হাজার (৩০০০) দিনার গুনে কাজী সাহেবের সামনে উপস্থাপন করলাম। এবার কাজী সাহেব প্রশ্ন করলেন, বলো এত টাকা কোথায় পেলে? অথচ তুমি তো গরীব ও দরিদ্র ছিলে। আমি পুরো ঘটনা বর্ণনা করলাম, বিচারক ঘটনা শুনে চুপ হয়ে গেলেন, তারপর তিনি নিজের ঘরে গেলেন। বাড়ি থেকে তিন হাজার (৩০০০) দিনার নিয়ে এসে বলতে লাগলেন, শুধু উজিরই কেন সব বরকত অর্জন করবে? আমিও সেই দরবারের গোলাম, তোমার সব ঋণ আমি নিজে পরিশোধ করবো। পাওনাদার এ ঘটনা দেখে বললেন, শুধু তোমরাই কেন সব বরকত লুফে নিবে, আমিও এই রহমতের হকদার হবো। এ কথা বলার পর তিনি লিখিতভাবে ঘোষণা দেন যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য



www.dawateislami.net

এই বান্দার ঋণ মাফ করে দিচ্ছি। তা দেখে সেই ঋণগ্রস্ত ব্যবসায়ী বিচারককে বললেন, জনাব আপনাকে অনেক ধন্যবাদ! আপনি আপনার অর্থ ফেরত নিন, আমার এখন আর প্রয়োজন নেই। তখন বিচারক বললেন, আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসুল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার কারণে আমি যে দিনার নিয়ে এসেছি তা ফেরত নিতে প্রস্তুত নই এটা তুমি নাও। তিনি বলেন,আমি আগে যে ঋণগ্রস্ত ছিলোাম, তার পরিবর্তে এখন বারো হাজার (১২০০০) দিনার নিয়ে বাড়িতে ফিরছি। আমার ঋণ মাফ হয়ে গেছে, বাড়ির খরচপাতির ব্যবস্থা হয়ে গেছে এবং ব্যবসা করার জন্যও বেশ ভালো টাকাও জোগাড় হয়ে গেছে। এ সমস্ত বরকত দরুদ শরীফ পাঠের কারণে হয়েছে। (জযবুল কুলূব, পৃষ্ঠা,২৩৭, তারিখে মদীনা, পৃষ্ঠা -৩৩৫)

**মুশকিল জো সর পে আ পড়ি তেরে নাম হি সে টলি**
**মুশকিল কুশা হ্যায় তেরা নাম তুজ পার দরুদ ওর সালাম**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## দরুদ শরীফের বরকত

হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দরুদ শরীফের মাধ্যমে বিপদ-আপদ দূর হয় ❁ রোগ নিরাময় হয় ❁ ভয় কেটে যায়... ❁ নিপীড়ন হতে মুক্তি পাওয়া যায়... ❁ শত্রুদের উপর বিজয় লাভ হয়... ❁ হৃদয়ে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র ভালোবাসা জন্মায় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়... ❁ ফেরেশতারা তার গুণগান করে... ❁ হৃদয়, আত্মার এবং সম্পদের পরিশুদ্ধতা লাভ হয়... ❁ বরকত লাভ হয়... ❁ সন্তান সন্ততি চার প্রজন্ম পর্যন্ত বরকত লাভ



www.dawateislami.net

করে... ❁ দরুদ শরীফ পাঠ কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করে... ❁ মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ করে... ❁ পার্থিব অবনতি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়... ❁ দরিদ্রতা বিমোচন হয়... ❁ ভুলে যাওয়া জিনিস স্মরণে আসে... ❁ দরুদ শরীফ পাঠকারী যখন পুলসিরাত অতিক্রম করবে তখন চারিদিকে নূর ছড়িয়ে পড়বে এবং সে চোখের পলকে নাজাত পাবে। ❁ সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য হলো, দরুদ শরীফ পাঠকারীর নাম প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র সামনে উপস্থাপন করা হয়। ❁ হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়... ❁ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র গুণাবলী অন্তরে গেঁথে যায়। ❁ অধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠের বরকতে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র ধ্যান অন্তরে ধারণ হয়। ❁ সৌভাগ্যবানরা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র নৈকট্য লাভ করে। ❁ স্বপ্নে নূর নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভে ধন্য হয়। ❁ কিয়ামতের দিন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মুসাফাহা করার সৌভাগ্য লাভ হবে। ❁ ফেরেশতারা সম্ভাষণ জানান এবং ভালবাসা পোষণ করেন... ❁ ফেরেশতারা তার দরুদ শরীফকে রূপার পাতে সোনার কলম দিয়ে লেখেন এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন... ❁ পৃথিবীতে ভ্রমণকারী ফেরেশতারা তার দরুদ শরীফ মাক্কী মাদানী সরকার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দরবারে তার পিতার নাম সহ উপস্থাপন করেন। **(জযবুল কুলূব, পৃষ্ঠা - ২২৯, তারিখে মদীনা, পৃষ্ঠা -৩২৬)**



www.dawateislami.net

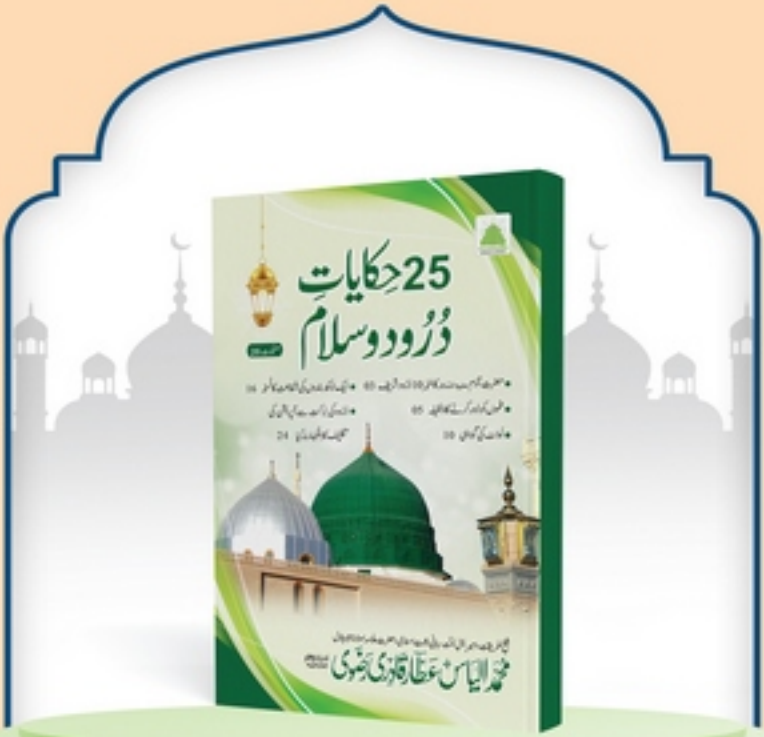


## মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net